সংবাদ

তারিখ 09 AUG 2007
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবৈধ শাখা

দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রায় ১০০টি আউটার ক্যাম্পাস নামে পরিচিত অননুমোদিত শাখা সরকার বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। 'প্রায়' বলা হচ্ছে কেননা দেশের উচ্চশিক্ষা নিয়ন্ত্রণকারী শীর্ষ প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) জানেও না এ ধরনের ক'টি আউটার ক্যাম্পাস আছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর এসব অবৈধ শাখা ইউজিসির অনুমতি নিয়ে স্থাপন বা চালানো হয়নি।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে গত মঙ্গলবার এক নীতিনির্ধারণী বৈঠকে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এসব সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, দেশের কোন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিএড বা এমএড ডিগ্রি দিতে পারবে না। এ ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে যে, টাকার বিনিময়ে বেশির ভাগ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এ ধরনের ডিগ্রি দিয়ে থাকে। ইউজিসি নাকি এ ব্যাপারে তথ্যপ্রমাণ পেয়েছে। অবৈধ ঘোষণা করা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখায় ইতোমধ্যে যেসব শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে তাদের লেখাপড়া শেষ করানো পর্যন্ত শাখা চালু থাকবে। তবে নতুন শিক্ষার্থী ভর্তি করা যাবে না।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবৈধ আউটার ক্যাম্পাস বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্তকে দেশের শিক্ষানুরাগীরা স্বাগত জানিয়েছেন। কেননা, শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ নিয়ে এসব তথাকথিত ক্যাম্পাসে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হলেও শিক্ষাদান ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সামান্যই আছে। এখন এসব নিম্নমানের প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা শেষ করার অনুমতি দেয়া হচ্ছে। আমরা আশা করব, যতদিন এসব অবৈধ ক্যাম্পাস চালু রাখা হবে ততদিন ইউজিসি এদের শিক্ষার মানের দিকে নজর রাখবে।

এর আগে ইউজিসি বিভিন্ন বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৬টি শাখা বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয়। এসব শাখা শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা ইউজিসির অনুমোদন ছাড়াই চালু করা হয়েছিল এবং বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ভাঙিয়ে মোটা অঙ্কের টাকা রোজগার করে আসছিল। এদের মধ্যে তিন-চারটি নাকি আইনের আশ্রয় নিয়েছে। বিগত জোট সরকারের আমলে সবিস্তারে উচ্চপর্যায়ে তদন্তের পর কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে নিম্নমানের বলে বন্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের হস্তক্ষেপের ফলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ ক'টি নিম্নমানের বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দিতে বাধা পায়। তেমনি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান ও শিক্ষাদান পদ্ধতিকে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সমপর্যায়ে আনার উদ্যোগও বাধাগ্রস্ত হয়। বর্তমান পরিবেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবৈধ শাখা বন্ধ করার উদ্যোগ কোন মহল থেকে বাধাগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম। তবু আমরা আশা করব, অবৈধ শাখা বন্ধে কোন আপস করা হবে না।

দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন বলবৎ হওয়ার পর মাত্র কয়েকটি মানসম্মত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ সবেরও সুযোগ-সুবিধা ও অবকাঠামো ঘাটতি এখন পর্যন্ত পুরোপুরি পূরণ হয়নি। অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বাণিজ্যিক বিবেচনায় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এসবের আউটার ক্যাম্পাসও অবৈধভাবে অর্থ উপার্জনের ফন্দিফিকির বলে মনে করা হয়। প্রায় প্রতিটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে মাত্র সামান্য কয়েকটি বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের নিয়ম-কানুন অনুযায়ী যেসব সুযোগ-সুবিধা থাকার কথা তার খুব কমই আছে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে। আর আউটার ক্যাম্পাস নামে অবৈধ প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার পর অনেক ছাত্রছাত্রী প্রতারণার শিকার হয়েছে। যত তাড়াতাড়ি এসব বিলুপ্ত হয় দেশের জন্য ততই মঙ্গল।